অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত

‘স্মৃতির রেখা’ দিনলিপির বর্জিত অংশ

(দ্বিতীয় পর্ব)

[যে ডায়েরি থেকে ‘স্মৃতির রেখা’র পাঠ্যাংশ নেওয়া, প্রথম পর্বে তার কিছুটা নির্বাচিত অংশ দেওয়া হয়েছে। এই খণ্ডে একদম প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পাঠ তুলে দিচ্ছি—অবশ্যই মূল গ্রন্থে যা আছে তা বাদ দিয়ে। উদ্ধৃতাংশের শেষে টিকা সংযোজন করলাম। প্রয়োজনে বন্ধনীর মধ্যেওতাৎক্ষণিক টিকা ব্যবহার করা গেল।

এই পাণ্ডুলিপিটি আসলে একটি পকেটবই বা নোটবই। কাপড়ে বাঁধানো। বর্তমানে বাঁধাই খুলে পাতাগুলি আলগা। খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়, কারণ পকেট বইটি পত্রাঙ্কহীন। কোনোভাবে পাতাগুলির পারম্পর্য বিঘ্নিত হলে তাকে মূল বিন্যাসে ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য। বইটির আকার মোটামুটি দৈর্ঘ্যে পাঁচইঞ্চি, প্রস্থে চারইঞ্চি। লেখকের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল এই পোস্টকার্ডের মত সীমিত পরিসরের কাগজে ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে অনেক শব্দ ধরানোর। প্রথম পৃষ্ঠার পাঠ থেকে শুরু করা যাক।]

ডানদিকের পাতার মাঝখানে ইংরেজিতে লেখা :

Bibhuti Bh. Banerjee

June,1924

আর বাঁদিকে, মলাটের ভেতরদিকটায় আঠা দিয়ে একটিপত্রিকার কাটিং আঠা দিয়ে আটকানো। লেখকের মানসিকতার বৈচিত্র্য বুঝতে সাহায্য করবে এই আশায় অংশটুকু তুলে দিলাম;

As Benjamin Brawley, an eminent Negro American writer, truly says :

There is something deeper than the sensuousness of beauty that makes for possibilities of the Negro in the realm of the arts, and that is the soul of the race. The wail of the old melodies and the plaintive quality that is ever present in the Negro voice are but the reflection of a background of tragedy. No race can rise to the greatest heights of art until it has yearned and suffered. The Russians are a case in point. Such has been their background in oppression and striving that their literature and art are today marked by an unmistakable note of power. The same future beckons to the American Negro. There is something very elemental about the heart of the race, something that finds its origin in the African forest, in the sighing of the night wind, and in the falling of the stars. There is something grim and stern about it all, too, something that speaks of the lash, of the child torn from its mother's bosom, of the dead-body riddled with bullets and swinging all night from a limb by the roadside.

(এর নিচে লাল কালিতে লেখকের হাতে লেখা—)

Indian Review, Dec. 1926

(তৃতীয় পাতার ওপরে ডানদিকের কোণে ক্যালকাটা রিজার্ভ পুলিশের কোন কর্মচারীরনাম এবং চাকুরিগত রেজিস্ট্রেশন নম্বর। এর পরে অদূর ভবিষ্যতে যে যে বই কিনতে চান, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে বসে তার তালিকা করেছেন।)

Books to be bought. Imperial library. 20.6.26

অদ্য বাড়ি হইতে আসিয়াছি।

Ether & Reality

Little (দুষ্পাঠ্য)

Growth of the Soil

Ice & Creation

Geology

Modern Astrophysics

Ovid (দুপাঠ্য)

Tono-bungay

Boule'sfossil man

Cook's (দুষ্পাঠ্য)

* * *

(এর দু-তিন পাতা পরেই ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে কিছু নোট। সম্ভবত পরের কোনো কোনো লেখার সূত্র, মন থেকে হারিয়ে যেতে পারে বলে লিখিত রূপে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছেন)

১ম পর্ব

১। "বিশ্বের দূরতম প্রান্তের মোহনায়"
২। আদিম অন্ধকার
৩। জগতের গতি
৪।"মহাব্যোমের পুঞ্জীভূত শব্দহীনতায়"
৫। প্রতিবেশী নক্ষত্রের ঘনশ্যাম কাননবাটী
৬। "চিরজনমের ভিটাতে"
৭। "কোন্ নীহারিকাপুঞ্জের জ্যোতিবাষ্পের দেশে"
৮। গ্রহদেব ।
৯। "তার বসন্তের মালঞ্চে রঙীন ফুলের পণ্যসম্ভার"
১০। "অচিন পথিকেরআগুন-আখর"
১১। "ঊর্ধ্বশিখ হাইড্রোজেনের প্রজ্বলন্ত প্রলয়-লীলার আড়ালে"

২য় পর্ব

১। কতদিনের কত মহিমা

২। "দূর অতীতে ফিরে চাওয়া"

৩। "বর্ষণান্ত ঘনশ্যাম শ্রাবণ-সন্ধ্যায়

৪। "শূন্য হতে মহাশূন্যে"

৫। যাঁর চরণের স্পর্শে, ধূলায় ধূলায় বসুন্ধরা উঠলো কেঁপে হর্ষে

৬। "ধ্বংসদেবের দূরাগত বংশী-মূর্ছনায়"

৭। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা।

৩য় পর্ব

১। "লীলাকমলের উপবন"

২। "আমারি"

৩। "মহাবিশ্বের মেঘদূত"

Written July, 1923
Copied 29-7-24.

* * *

১। সরল গ্রাম্যজীবনের ছোটোখাটো ব্যাপারের ছবি। ভ্রমণবৃত্তান্তের মত সুন্দর হবে। মাঠঘাট বন—নানা জীবনের ইতিহাস ও (দুষ্পাঠ্য) আর্টকে এবার যেন বুঝতে পেরেচিচ এতদিন পরে আমার কাছে সে ধরা দিয়েছে। তার সঙ্গে নতুন কল্পনা, নতুন সৌন্দর্য...

২। যাদের প্রাতঃস্মরণীয় নাম.... একই বইয়ে ভাগে ভাগে—ছেলেবেলা থেকে কে কিভাবে ফুটিয়েছে।

৩। বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরী

৪। লটারীর টিকেট (আগে খাতার মধ্যে ছিল)

৫। চিঠি (পকেটবুক)

31.1.25
Bhagalpur

৬। a drama - (?) উঠলে যার মনে থাকে না।

* * *

গোধূলি আঁধার
আলো করে আছে।
গেঁড়ির মৃত্যু-২৭-৪-২৫। ভাগলপুর

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। রায়েদের কাঁঠালতলায়, পুকুরধারে—টুনুদের উঠানে, নেড়াদের বাড়ির সামনের বড় বট গাছটার তলায় অন্ধকার হয়ে এলো—খেলাঘরের ক্ষুদ্র জগতের চারিদিক অন্ধকার হয়ে এলো। আজমাবাদ—১১-৫-২৫

* * *

আজমাবাদ—১৯-৫-২৫।

অদ্য সকাল হইতে ভয়ানক বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে। নক্‌ছেদী ভকৎ ও গঙ্গা সাহুর মাম্‌লায় এজাহার ও জেরা শেষ করিতে অদ্য অনেক বেলা হইয়া গেল। বেলা ৫ টার সময় মাম্‌লার অতি উত্তম নিষ্পত্তি হইয়া গেল। রাসবিহারী সিং বোধহয় কিছু চটিয়াছে। তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। সুবিচার হইল, ইহাই যথেষ্ট।

* * *

৮-৮-২৫কলিকাতা।

এই যে লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয়েচে, এই যে গ্রহে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংখ্যাতীত প্রাণী জন্মগ্রহণ করছে আর মরে যাচ্চে, হয়তো হতে পারে ভগবান তাদের চলে যাওয়ার শোকে খুব দুঃখী। সময়ের অন্ধকার পাষাণ-অলিন্দে, কোন্ বিশ্বের দূরতম প্রান্তের মোহনায় নির্জন মহাব্যোমকে সামনে রেখে হয়তো তাঁর মনে এক-একদিন বড় বিরহ-দুঃখঅনুভূত হয়। কে জানে!

* * *

প্রভাতসূর্যের আলো এমনি বহুদিন লুপ্ত সে প্রাচীনযুগের সাগর-বেলার শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক, শাঁক, কড়ি, পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো ...সবসুদ্ধ নিয়ে যে প্রাচীনমহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকাল অন্ধকার খনিগর্ভে চুনা-পাথর বা বেলেপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যের নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণ-চিহ্নের মত।

* * *

১ম ছন্দ

১। শেষ-খেয়া।

২। চিরনীরব ব্যোম-কক্ষ

৩। শব্দহীন, সীমাহীন, জনহীন পথ-যাত্রা

৪। ঊর্ধ্বশিখ হাইড্রোজেনের প্রজ্বলন্ত রক্তলীলা

৫। প্রতিবেশী নক্ষত্রের অপরিচিত অরণ্য-বীথি

৬। এস

৭। "অপরাজিত আয়তন"

২য় ছন্দ

১। কারণশক্তির দেবতা

২। নক্ষত্র-জ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবন-উল্লাস

৩। জীবন-উপকূলের বালুস্তূপ

৪। কতদিনের কত মহিমা

৫। বিশ্বের নির্জন রাত্রি

৬। চিরন্তনী রাত্রির জ্যোতিঃবাতায়ন

৭। বহ্নুৎসবের রুদ্র-প্রাতে

৮। প্রলয়দেবের দূরাগত চরণছন্দ

৩য় ছন্দ

১। মৃত বিশ্বের তুষার-হিম প্রসার

২। গ্রহদেব।

৩। বিশ্ব-বীণা

৪। ঘনান্ধকার বর্ষণমুখর শ্রাবণরাত্রি

৫। নবজীবনের বেলাভূমি

৬। বনকুসুমের হার

৭। লতাপাতার লুকোচুরি

৮। গ্রাম্যনদীর গান

৯। দিবাবসান

১০। মঙ্গল-হাতের ছায়াপথতলে

৪র্থ ছন্দ

১। বিশ্বের দূরতম প্রান্তের মোহানায়

২। আদিম অন্ধকার

৩। জগতের গতি

৪। মহাব্যোমের মহাশব্দহীনতায়

৫। কোন্ নীহারিকাপুঞ্জের জ্যোতির্বাষ্পের দেশে

৬। "তার বসন্তের মালঞ্চে রঙীন ফুলের পণ্যসম্ভার"

৭। অচিন পথিকের আগুন আখর

৮শূন্য হতে মহাশূন্যে।

৯। জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যা

৫ম ছন্দ

(এই ছন্দ বা পর্ব পূর্বে ২৯-৭-২৪ তারিকে লিখিত দ্বিতীয় পর্বের পুনরাবৃত্তি। এখানে মোট ৬টি সূত্র রয়েছে।)

* * *

কলিকাতা। সকালবেলা।

১৮-৮-২৫

খুব Interesting (?) একটি ছবি এভাবে দিতে হবে। যে সারাজীবন শুধু ধূপের মত জীবননির্বাহ করলে—সুগন্ধ দিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু নিজে পুড়লো। তাকেই ভগবান তিলক পরিয়ে দিয়েচেন, স্বপ্ন দেখে সুন্দর তরুণ যুবক তারি। সে খুশি হল, অপরের সঙ্গে সলজ্জ হেসে চুপি চুপি গল্প কর্ল্লে। তারপর সারাজীবন যে শুধু দুঃখই ভোগ করলে, তারপর অজ্ঞাত, অখ্যাত ভাবেই সে মরে গেল।...

কিন্তু পাখীর গানকে সে আরও মধুর করে দিয়ে গেল, বনভূমির শ্যামলতাকে আরও স্নিগ্ধ, প্রেমময় করে দিয়ে গেল, রাত্রের জ্যোৎস্না তারপর থেকে আরও মধুময় হল তারকান্নার আবেগে। তার চোখের জলে উষ্ণ পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে গেল...

তার মারা যাবার শত শত বৎসর, হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের মন সরস, স্নিগ্ধ, প্রাণময় হয়ে উঠতো তার কথা ভাবলে... দুর্দান্ত মানুষের প্রাণ তার চোখের জলে ভিজেসরস হয়ে উঠতো...

এই জড় উপাসনা, অর্থ উপাসনার সংসারের ঊর্ধ্বে অন্য এক গহন গভীর রহস্যসৌন্দর্যময় জগতের সন্ধান মিলতো তার করুণ কথায়...

এইভাবে ভগবানের তিলক পরা তার সার্থক হয়েছিল... কিন্তু তাকে কেউ মনে রাখেনি তা নয়, যুগে যুগে মানুষের আনন্দে, হাসিকান্নায়, দীর্ঘশ্বাসে, বিস্ময়ে, চিন্তায়, অহরহ সে অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত হত... এই সূর্যালোকিত পৃথ্বী, মহাকালের মহা-দুন্দুভি শব্দের তাণ্ডবউল্লাসে কোথায় মিলিয়ে যাবে, সে তার গান গেয়ে গেছে...রাত্রের অন্ধকার যত গভীর হয়, ততই যেমন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর নক্ষত্রমণ্ডলী চোখের দৃষ্টিশক্তির সীমার মধ্যে আসতে থাকে, তেমনি তার জীবনের অন্ধকার যতই ঘনিয়ে এসেছিল, ততই সে গভীর সত্যগুলিকে বুঝতে পেরেছিল. তা তার প্রাণসাগর মন্থন করে ওঠা রত্নরাজি—গভীর সমুদ্রের তলায় তাদের স্থান... মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে তারা আসে না। জাল ফেললেও শামুক ঝিনুকের মত তারা ওঠে না। অন্তর্বেদনার পাষাণ মন্দার পর্বত দিয়ে আলোড়ন না করলে গহন গভীর প্রাণসমুদ্রের সেসব রত্ন চিরদিন অদৃশ্যই রয়ে যায়... এই সূর্য-আলোকিত নীল মহারহস্য... এই অহরহ পরিবর্তনশীল অদ্ভুত জীবনকাহিনী, জীবনমরণের এই অদৃশ্য যবনিকা ... সবই তার কাছে তাদের প্রকৃত রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল... সে তাদের গান গেয়ে গেছে ...

দেবতার ব্যথায় এইরকম চরিত্র নিয়ে আরম্ভ করা বোধহয় ঠিক হবে।

Keith-এর বইয়েতে Pliocene bed-এ খুঁড়ে পাওয়া মা ও ছেলের কঙ্কাল... কোন অন্তর্হিত প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীরে এদের কুঁড়েঘর হয়ত ছিল... কঙ্কালে আদিম যুগের শামুক গুগলী জড়িয়ে প্রস্তরীভূত হয়ে আছে।

বিভূতির সঙ্গের ঝগড়া আজই মিটে গেল। বই ছেঁড়া নিয়ে মিথ্যে ঝগড়া করলে।

১৮-৮-২৫

* * *

২৬-৯-২৫

বনগ্রাম থেকে বারাকপুর। পূজা নবমী।

জলের ধারে ধারে কলমীবন। কাশবনে ফুল ফুটে আলো করে আছে। একধারে ছায়াপড়ে গিয়েছে, অপর পারে জলের ডাঙার ধারে ঘাসবনে, বাবলাবনে, শরৎ-অপরাহ্নের রাঙারোদ। জলের গন্ধ, কাঁচা উলুবনের গন্ধ, লোটনঘাসের ফুলের গন্ধ। বাব্‌লাফুল ফুটেছে। জলের ধারে বনকলমীর ঝোপ নত হয়ে আছে, অপরাহ্নের ছায়ায় ঝোপের মধ্যে গাঙশালিক ও মাছরাঙা, বেনেবউ পাখীর দল নীল রং-এর বনকলমী ফুলের মধ্যে কিচ্ কিচ্ করছে। নদীর জলে বনকচুরি ও টোকাপানার দাম ভেসে যাচ্ছে। এখনও সন্ধ্যা হয়নি, তবে রক্তমেঘস্তূপের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়েছে। ছায়াভরা মাঠের ওপর দিয়ে বকের দল সাদা পাখনা বিস্তার করে উড়ে চলেছে। অসীম সৌন্দর্যশালিনী এ পৃথিবী যে! কে এর দিকে চেয়ে দ্যাখে? চোখ তোত ওদের খুল্‌লো না। সামনে খুব দূরে কোন গ্রামের বাঁশবনের মাথায় সন্ধ্যার শেষরৌদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে...ওপারের মাঠে বাবলাবনে, ষাঁড়াগাছের নিচে গরু চরছে... কশাড় বনের পেছনে সারা আকাশটা রাঙায় রাঙা হয়ে গিয়েচে। রাঙা মেঘের পাহাড়, তুঁতে রঙের মেঘের পাহাড়—আকাশ। মাঠের ধারের পথ বেয়ে কৃষকবধূরা ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে নতুন কাপড় পরে ঠাকুর দেখে বাড়ী ফিরচে, ভিন-গাঁয়ের পথ ধরে ওরা চলেচে ঘরে। জলে পাটকিলে রং-এর মেঘের পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। রোদ

মিলিয়ে যাচ্চে, জলের ধারে চারিপাশের ঝোপেঝাপে, মাঠে, ষাঁড়াঝোপে, ঘনবনে অন্ধকার ঘনিয়ে আচে, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকতে শুরু করেছে। মাথার ওপর একটা নক্ষত্র উঠেচে, নবমীর চাঁদ চক্‌চক্‌ কচ্ছে। চালতেপোতর বাঁকে জলের ধারের ষাঁড়াঝোপের অন্ধকারে শিয়াল ডাকছে, জলের ধারে দাঁড়ের জলে চাঁদের আলো চিকচিকি করছে... জলের ধারের নলবনে বক্‌ লুকিয়ে আছে। দামের শ্যাওলার গন্ধ আসছে।

এরকম নৌকাযাত্রা, এরকম ফুলফল লাতাপাতা, পাখী, নক্ষত্রে নক্ষত্রে (দুষ্পাঠ্য)।

* * *

Calcutta

বৈজ্ঞানিক প্লট। (১১-১০-২৬) Written 13.12.27

একজন খুব বড় Astronomer ২০ বৎসর আগে বললে আনুমানিক একটা ধূমকেতু আসবে হয়তো একমাস পরে আসবে। নির্দিষ্ট দিনে এলো না—খুব Rediante—একমাস পরে যেদিন আসবে—সেদিন খুব হৈ চৈ... ছাদে ছাদে লোকে লোকারণ্য। নিউজপেপার রিপোর্টারের দল ভিড় করে আছে, ধনী, নির্ধন, রাজাপ্রজা সবাই... সন্ধ্যা হয়ে গেল—No comet, ৮/৯টা হয়ে গেল, কৈ, না কিছুই না। কত লোক চলে গেল, কিন্তু আবার কত লোক নৈশভোজনের পর ছাদে এসে জুটলো। রাত্রি ১১টায় সময় পূর্ব-পশ্চিম কোণের নিচে আকাশে একটা (?) আলোর (?) দেখা যেতে লাগল। হৈ-চৈ বেড়ে চল্‌—দেখতে দেখতে ছাদ গাছপালা লোকে লোকারণ্য... রাত্রি ১০ টার সময় খুব বড় ভাবে প্রকাণ্ড বিরাট ধূমকেতু এক (?) সাযুজ্য (?) পণ্ডিতের জয় ঘোষণা কর্ত্তে লাগলো... স্পেশাল ট্রেন ছুটলো, দূরে সাঁওতাল পরগণার এক অখ্যাত গ্রামে তার observatory, তিনি সেখানে কাজ কর্ত্তেন... রিপোর্টাররা সব ছুটলো... বিরাট অভ্যর্থনা... ঠিক ১৯ দিন পূর্বে তিনি মারা গিয়েছেন। তারপর comet উঠলো। বিরাট emotion, তার ছাত্রেরা তাঁর স্মৃতি বহন করে চলল।

* * *

11.10.25. Cal.

তিন ভাগের গল্প।

I. Weird ও fantastic ধরণের গল্প। কত পুরনো ঘরবাড়ি, গ্রামের কত গাছতলা, কত মাঠ, কত পুরনো গ্রামের শ্মশানের, পুরনো নীলকুঠির, অর্থখোর মামলাবাজ বুড়োর গল্প। ভূতের বা অন্যবিধ! (Cal. Univ. I-এর atmosphere-এ বসে)

II. Scientific fantasy.

Time & space সংক্রান্ত, গ্রহনক্ষেত্র সংক্রান্ত, fossil men সংক্রান্ত, archaeological discovery সংক্রান্ত গল্পগুলি।

III. মানবজীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখ, ছেলেমানুষের দুঃখ নৈরাশ্য... পুঁইমাচা type-এর। গল্প... লেপ তৈয়ারী করিবার আনন্দ...eternity সময়ে লেপ তৈয়ারীর আনন্দটা কি? তবুও মানুষে এত সামান্য জিনিসে ভুলে—

IV. Novels.

(a) অন্ধকারের উপদ্রব

(b) End of H.

(c) দেবতার ব্যথা

(d) biographical. Strange (FOTO) take. (a) a book of thoughts, not casual but elaborately different.

(e) কর্ণপুরের গল্প (স্বলিখিত অন্য নোটে) মা মারা গিয়েচে... ছেলে পাশে হাসচে আপনমনে... কর্ণপুর ছেলে কুড়িয়ে লালন করলেন... অনিন্দ্যসুন্দর বালক... নবম বৎসরে, সর্পাঘাতে মারা গেল... পুনরায় তীর্থযাত্রা... হে ভগবান, নিজের ছেলেকে কেড়ে নিলেও পরের ছেলের (দুষ্পাঠ্য) তুলেছিলাম বলেই কি এই শাস্তি?

Under group II & III

(১) কোন নক্ষত্রের মধ্যে অনন্ত পথ, ভারি সুন্দর, জঙ্গল।

(২) ছাত্রের skull খুঁজে বার করা, মানভূমের পাহাড় বনে।

(৩) অজানা পথ।

(৪) চিঠি।

(৫) লটারীর টিকেট।

(৬) বৈজ্ঞানিক ও ল্যাবরেটরী।।

(৭) ব্যাধিগ্রস্থা ভিক্ষুক রমণী, যে কাঁদতো ও যে হাঁড়ি-কুঁড়ি, ভাঙা সরা মালসা ফেলে রেখে মারা গেল...

(৮) ৫০ বৎসর আগে যে স্ত্রী মারা গিয়েচে, এক শ্রাবণ, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ তার কথা মনে হয়ে তাকে পত্র লেখা... জীবনের খুব পরিবর্তন... সে এক ছাত্রজীবনের মেসে থাকা... আর এ...।

(৯) "ও আমার জীওন কাঠের লা'

(১০) পুরাতন চিঠি খুলে "ভাই" শব্দ পড়তে পারার গল্প, কোনো এক বনের মধ্যের Dakbungalowতে বসে,... ২৫ বৎসর আগে... পুরানো জগৎটা ২ সেকেন্ডের জন্যে নবীন হয়ে বর্ণে, রসে, রূপে, গন্ধে নতুন হয়ে এল ফিরে... কিন্তু তখনই আবার নিভ্‌ল... (ছোট খাতা দেখ)।

(১২) Tortoise-shell ring.

(১২) কামিনী পিসিমা

(১৩) Life after death—in strange surroundings we found our beloved, radiant with beauty (পুরাতন খাতা)।

1) The first-born... অগ্রজ...

2) গুলু ... চাপা দিয়ে মেরে ফেল ...

(১৪) প্রতি জন্মাষ্টমীর ছুটিতে সে আবার তাহার ছেঁড়া জরির কাপড় পরিত ও এসেন্স মাখিয়া বাড়ী চলিত।

কোন চন্দ্রহীন রাত্রির ঘন অন্ধকারে তারা দূরে গেল, তা কেউ জানে না।

মাদ্রালের পুকুরের ধারে কে বসে বাসন মাজ্‌ছিল।

(১৫) পাড়াগাঁয়ের নির্বোধ মেয়ে, কলকাতায় বিয়ে হয়েছে—সংসারের ভূতস্য খাটুনি....আজ আবার নিমন্ত্রণ, মোটে পাঠায় না...

বাংলাদেশ হইতে কি করিয়া ম্যালেরিয়া গেল—সে সম্বন্ধে অনেককাল পরে যেন একজন লিখিতেছে—এ নদী ও নদী বাঁধিয়া...

(১৬) কলিকাতা ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

(১৭) বহুদূর ভবিষ্যতে... পুজোর..... যাওয়ার ব্যাপার.....

(১৮) গোলাপফুল.... হুগলি ব্রীজ... সুকুমার...

চণ্ডীবাবুদের ফুলবাগানের ঝর্ণা....।

কোন দূর নক্ষত্র জগতে এমন ছায়াময়ী সন্ধ্যা নেমে আসছে, কোন্ অজানা ফুলে-ভরা ঘন গাছের নীচের কালো নদী-জল শীতল হাওয়ায় পাখীর গানে মিশিয়ে গিয়েছে, তার বনে বনে কত অজানা পাখীর কাকলি, তারই মধ্যে হয়ত এমনই আছে যে.... কে জানে?

(১৮) বুদ্ধের সম্বন্ধে একটি বড় নাটক বা কাব্য।

ওঁ অমিতেয়ন—

Do not try to measure the immeasurable.

(b) এক ছেলে.... তার মা পাশে মরে পড়ে আছে.... ছেলে আপন মনে হাসছে...., innocent

(c) বুলুর স্পর্শ।

(d) ডি ডি ও কি ডি

(e) একটা জিনিস লুকিয়ে রাখে ছেলে অনেকদিন পরে ছেলে মরার পরে বেরোয়

(১৮) কোন curious astronomical ঘটনা।

(ক) একটা উপগ্রহ আর একটা গ্রহে পড়চে। মারস্ এর উপগ্রহ গ্রহে পড়চে। পৃথিবীর দৈনিক গতি ১৭ ঘণ্টার জন্যে বন্ধ হয়ে গেল....সূর্যের তেজ বৃদ্ধি.... ১৭ ঘণ্টার জন্যে... ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেল হে! Archimedes-এর মত lever দিয়ে ঘুরিয়ে দাও। একটু ঘুরিয়ে দিলেই আবার চলবে.... অল্পদিন... ।

* * *

Queer characters

কালীপদ/হরিরায়/কুণ্ঠিতা/কামিনীপিসি/পুরাতন পুকুর/ঝালকাটীর/ভিখারী/রজনীবাবুরমেয়ে, কুণ্ঠিয়াতে/রাখাল রায়/পাটশিলার পণ্ডিত মহাশয়/মন-ভোলা বাউল।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে প্রায়ই অনন্তের হাতছানি এসে পৌঁছোয়, তারই ডাকে পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা ছুটে চলে যায়, অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবে গিয়ে, অনন্তকোটী গ্রহ-নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে কোন সীমাহীন, পথহীন পথে নিজেদের হারিয়ে ফেলে দেয়, আমরা তা জানতেও পারিনে....

দেবতার ব্যথা—অনেকদিন পরে মানুষ কেমন বদলে দেবতার মত হয়ে যাবে—৫০০০০ (হাজার বছর) পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে—through a journey through space & worlds—মানুষ, গাছপালা কেমন বদলে গিয়েচে—Ideal মানুষ হয়েচে—মানুষে মানুষ মারছে না স্বপ্ন সার্থক হয়েচে—

* * *

মুঙ্গের কোম্পানীর বাগ

বেলা ১০।। ০টা পাখী

কিচ্‌কিচ্ কচ্ছে—২৫/১/২৬

এক পুরাতন বাগানের বর্ণনা—শাহবাগ—চারিধারে বড় বড় বট অশ্বত্থ—তেজপাতা হরিতকী, নিম, মেহগ্নী, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম, নীচে নীচে কত ধরনের ফার্ন, বিদ্যেপাতা জংলী পাতাবাহার, বড় বড় লতা কাঁটাগাছ, কালপাথরের হাতির, মুখ, মকরমুখের পয়োনালী, ভাঙ্গাহাতল লোহার বেঞ্চি, চটা-ওঠা চাতাল, ঠেস,...মজা পুকুর, ভাঙ্গা ঘাট,

জংলী গোলাপ, সুইট-পি ফুলের সুন্দর গন্ধ, জঙ্গলের নীচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালী বেড়াচ্চে, কত কি পাখী ডাকচে, পাতার ফাঁকে মাঝে মাঝে সূর্যকিরণ পড়েছে....এক এক জায়গায় ঘন ছায়া....চারিধার নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রে, বৈকালের ছায়ায় চারিধারের ভগ্ন, পুতুল, ঠেস্ শুনা ফোয়ারা, জংলী গাছপালা যখন অদ্ভুত দেখায়, তখন কত নির্জন সন্ধ্যায় কত নির্জন মৌন জ্যোৎস্নারাত্রের আমি সেখানে কোনো এক প্রাচীন বটগাছের তলে, জড়িয়ে ওঠা কাছির মত মোটা কি সব লতার দোদুল্যমান পাতার ছায়ায় বসে বসে ভাবতুম, গাছ থেকে ঝরে দু'চারটে শুনো পাতা পড়তো, পাশের একটি পুরনো তালগাছের ডালপালায় মড়মড় শব্দ হোত, একটা কি পাখী থেকে থেকে বটের ঘন ডালপালার মধ্যে থেকে একপ্রকার অদ্ভুত কুস্বর করে ডাকতো, জ্যোৎস্নামাখা বাতাসে পুকুরের ধারে নিমগাছটা থেকে নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসতো....মাঝে মাঝে পায়ের নিচের আধ-শুকনো লম্বা লম্বা দূর্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে কি সড়সড় করে নড়চড়ে বেড়াতো, সাপ-খোপ মনে করে আমি ভাঙা চাতালটায় পা তুলে বসতুম। ভাঙ্গা-জাফরীর এক জায়গায় এক বহুরূপী থাকতো, মনে হোত যেন নড়চে চড়্চে না। তার আশ্রয়ের স্থান একটা বড় রামবেগুন কাঁটাগাছে, যেটা স্থির হয়ে থাকতো আর মাঝে মাঝে জিভ বার কর্ত্ত।

1.2.26

এরকমভাবে ভাগলপুরে কাটানো একটা life. এর চেয়ে কলকাতায় struggle ও ঢের ভাল, নড়বার চড়বার উপায় নেই বসে বসে। Life হয়ে যাচ্চে—আজ সকালে যেরকম মেঘ করেছে, আমার মনের মধ্যেও ঐরকমই মেঘ...একজায়গায় এরকম বসে বসে থাকা অতি আপত্তিকর।

3. 2. 26

আজকার চুরি নিয়ে পরমেশ্বরকে মারধোর ও কি কাণ্ডটাই সারাদিন হল! আজ কোর্টে গিয়ে রনজিতবাবুর সঙ্গে আলাপ হল....Modern Review পড়লাম...Theory of Ionisation of Astronomy. Verified by Prof. Russell of Princeton Univ. Eddington on "Stellar Evolution"..

(বড়বাসারাত ৯।। টেবিল)

এখন আবার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনে ঘেঁটুফুল ফুটে, বৈঁচিগাছে নতুন কচিপাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল, কোকিল ডাকে....কিন্তু তারা আর নেই...

সময়ের পাষাণবত্ম বেয়ে তারা কোথায় কতদূর চলে গিয়ে কোন্ দূর অতীতে মিশে গিয়েছে!...

বহুদিন পরে এই প্রথম বসন্তবৈকালের বাতাবী নেবুফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, এই নতুন গজানো বৈঁচিপাতা, ঐ পাখীর কাকলি, এই শিশুর কণ্ঠ, ঐ তরুণী যে ভিজে কাপড়ে পুকুর বেয়ে উঠে যাচ্ছে, তার মৃদুচরণ-ভঙ্গী সব হয়তো কোন অন্ধকার খনিগর্ভে পাথুরে কয়লা হয়ে বিরাজ করবে। এই হাওয়া, এই সুগন্ধ, এই স্নিগ্ধ বৈকালটী, এই প্রথম ফাল্গুনের আমেজ, সবশুদ্ধ...ঐ শিশু বৃদ্ধ হয়ে, তরুণী বৃদ্ধা হয়ে সেই কয়লার স্তরে Fossil হয়ে থাকবে...তাদের বহু ফিট মাটীর স্তরের ওপরে জন্ম হবে আর এক নতুন পৃথিবীর....সেখানে এমন দিনে আর এক নতুন দল, নতুন বসন্তের নতুন বনকুসুম, নতুন শিশুদের নতুন কচিমুখ, নতুন যুগের নতুন তরুণীদের নতুন বক্ষস্পন্দন ও চকিত নয়নভঙ্গী বিরাজ করবে।..

মহাকাল সাগরের বুদবুদের মত সৃষ্টির প্রাণী আসচে যাচ্ছে....

শান্ত, ছায়াভরা অপরাহ্ণে, লোকালয় থেকে দূরে চলে যাও....মাঠের মধ্যে ফুলফোটা বনঝোপের ধারে ঘাসের ওপর শুয়ে ভাবো–মানবজীবন যে কদিনেরই কেন তোক না, অনন্ত জীবনের ঐশ্বর্য তোমার সম্পদ হউক....অনন্তের পথ তোমার চোখে পড়রে...মাঠের ওপরে, গ্রামসীমার শ্যাম গাছপালার উপরে মেঘভাঙা নীল আকাশের মধ্যে দিয়ে সে পথ তোমার একটু একটু চোখে পড়বে.....অনন্ত, অসীম, (দুষ্পাঠ্য), সে পথ দূর হতে সুদূরে বিস্তৃত হয়ে চলে গিয়েছে...দূরবিসর্পিত মানবের ভবিষ্যৎ গতিপথ....

ভেবে দেখলে মনে হয় না কি যে ভগবানকে অনবরত জড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে তবে এই সৃষ্টিকে গড়ে তুলতে হয়েছে....বিরুদ্ধ জড়শক্তিকে দমন করে অনন্তযুগ ধরে মহাতপস্যার ফলে তবে পৃথিবীর এই যা দাঁড়িয়েছে তা দাঁড়িয়েছে....এই মহাসংগ্রামে তুমি স্রষ্টার সহায়। হও....এই সংগ্রামে যারা হত হচ্চে, পিষে যাচ্চে, গুড়িয়ে যাচ্চে, (দুষ্পাঠ্য) সৃষ্টির সহায় হচ্চে—ভগবানের দিক থেকে তাদের সাহায্য করো—জড়ের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করতে করতে যারা জীবনের যুদ্ধে তার চোখের ওপর হেরে গিয়ে পিষে গুড়িয়ে যাচ্ছে...সৃষ্টিকে নিখুঁত করতে, সৌন্দর্যময় করতে প্রাণ দিলেন, সেই ব্যর্থ, (দুষ্পাঠ্য) হতভাগ্য মার্টারদের দিকে চাও....ভগবানের প্রাণ তাদের জন্য কাতর.....ব্যর্থতায় তারা জীবন শেষ করেছে। কঠোর জড়সংগ্রামে তারা হত হচ্চে, দীন অশ্রুজলে সৃষ্টির ইতিহাস থেকে সে সব ব্যর্থ, দীন, দুঃখীর (দুষ্পাঠ্য) নাম হয়ত চিরদিনের জন্য লুপ্ত করা যাচ্ছে....তাদের জন্য কিছু করো...তুমি নিজের সব তাদের দিয়ে দাও, তাদের সেবা করো, তাদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করো—অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে তাদের সেবা করো...তাদের আত্মার ক্ষুধা মিটিয়ে দাও (দুষ্পাঠ্য), চিত্রে, শিল্পকলায় ওদের শান্তির জন্যে কিছু রেখে যাওতুমি ভগবানের মন্ত্র যদি পেয়ে থাক, অনন্ত জীবন-বিভূতি যদি তোমার লাভ হয়ে থাকে, যদি তুমি বুঝে থাকো যে আশা, হতাশা, দৈন্য, দুঃখ, মৃত্যু, শোক তোমাকে বাঁধতে পারে না কোনো মানুষকেই বাঁধতে পারে না, তবে সেইটাই কেউ বোঝে না, তাই না যত দুঃখ? তোমার আত্মা বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক—যা গিয়েচে, কোনো দূর ভবিষ্যতে তার স্বাদ তুমি আবার গ্রহণ করবে, জগতের বর্ণ, গন্ধ, রস রূপে তোমার নিত্য নবীন কোথায় কোন্ আত্মা নতুন জীবনের প্রভাতে আবার অভ্যর্থিত হবে, জগতের অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডার (দুষ্পাঠ্য) স্বাদ বার বার গ্রহণ করার তুমি অধিকারী—

এ অমৃত তোমার সম্পদ—কোথায় যাবে এরা? আবার আসবে, আবার যাবে। অনন্তের পথ বেয়ে চলতে চলতে কোথায় কোন্ নতুন দেশে, কোন্ অজানা পথের বাঁকে আবার ওরা। সব ফিরে আসবে...নতুন বসন্ত যেখানে আশা, আলো, ফুল ফল, জ্যোৎস্না, গান দখিন বাতাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে....তবে তো তোমার চোখ খুলে গিয়েচে—নিজের সম্বন্ধে চিন্তা থেকে তুমি অব্যাহতি পেয়েচ....এখন অপরকে এ আনন্দ দাও....ভগবান এ জন্যই তোমাকে এ মন্ত্র দিয়েচেন....অন্ধকারের পিছনকার অমৃত জীবনের নব-বেলাভূমির অস্পষ্ট আবছায়া ইঙ্গিত করেছেন...তাঁকে সাহায্য করো...তার সৃষ্টি নিখুঁত করতে তাঁকে সাহায্য করো...তুমিও তরুণ দেবতা হও...যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষদের মধ্যে তোমার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

স্বার্থপরতা ছেড়ে দাও, অসত্য ছেড়ে দাও, লোভ ছেড়ে দাও, অর্থলিপ্সা ছেড়ে দাও....অথবা তোমাকে চেষ্টা করে দূর করতে হবে না—এ অবস্থায় ওরা আপনিই তোমাকে ছেড়ে যাবে...এসব আসে দু জিনিস থেকে—

(১) নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রবৃত্তি থেকে।

(২) আনন্দ উপভোগ করবার প্রবৃত্তি থেকে, কারণ আনন্দই মানুষের প্রধান লক্ষ্য।

অমরত্বকে যদি চিনে থাকো, কোনো হীন চেষ্টা তুমি করতে চাইবে না। উচ্চ জীবনানন্দ যদি উপভোগ করে থাকো, নিম্ন আনন্দ লাভ করবার জন্য তুমি ব্যাকুল হবে না, তুমি তখন। জীবনকে যে অন্য চোখে দেখবে...অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য তখন হবে তোমার সম্পদ, তোমার আত্মা বিশ্বের অসীম ঐশ্বর্যের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে...যারা হতভাগ্য, তোমার মত সুখী নয়, তাদের বুভুক্ষিত উপেক্ষাশীর্ণ হৃদয়ে এই অনন্ত অধিকারের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই হবে তোমার কাজ.... উচ্চ জীবনানন্দ তাদের কেউ দেখিয়ে দেবার নাই বলেই ওরা যে অমন হয়ে আছে....

তোমার এ দুদিনের থাকবার ঘর...এই জ্যোৎস্না, এই দক্ষিণ হাওয়া, বউলের গন্ধ, ঝিঁঝির ডাক, গাছপালা, নির্জনতা, এ দুদিনের সঙ্গী...তুমি এদের নিকট হয়েও দূরে...অনন্তের পথের যাত্রী তুমি, প্রাণ-চক্রের নিত্য-চঞ্চল পরিধি অনন্তকাল ধরে অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য বেয়ে দূর থেকে দুরতর পথহীন পথে তোমাকে ও আমাকে চালনা করে নিয়ে যাবে...তুমি ভয় পেও না, নিজেকে অজ্ঞানতায় পড়ে কলুষিত কোরো না...নিজেকে নির্মল, পবিত্র

রাখো...পবিত্রতা অত্যন্ত বড় আধ্যাত্মিক শক্তি...লোভে পড়ে, আনন্দের প্রলোভনে পড়ে, মোহে পড়ে জীবনের এ গতিকে হারিও না...কথায় পবিত্রতা, উদ্দেশ্যে পবিত্রতা, কার্যে পবিত্রতা, মনে পবিত্রতা, সব তাতে পবিত্রতা রক্ষা করো...আত্মাকে জাগিয়ে তোলো সত্যের ও নির্মলতার তেজে... ভালবাস—এটি খুব বড় আধ্যাত্মিক শক্তি...ভালবাসাকে সবসময় সঞ্জীবিত রেখো...মনের নিভৃত গোপন কোনো কোনো প্রিয়ের স্মৃতি সঙ্গোপনে রেখে দিও, মনে বল পাবে, পবিত্রতা আপনিই আসবে...তারপর তুমি যাই বলবে, সবই মানুষের মনে বল আনবে...দশহাজার বছর পরেও মানুষ বলবে একজন এসেছিল বটে। তুমি তাদের চোখের জলে, মনের অতি সঙ্গোপন মুহূর্তে, তাদের গোপন অভিলাষে, সাধে, আশায় জীবিত থাকবে... তুমি অনাগত সহস্র সহস্র বংশধরের বন্ধু হবে, অতি পরিচিত সাথী হবে, তাদের মনে দুঃখের দিনে বল দেবে, সাহস দেবে, সুখের দিনে সংযত করবে, অজ্ঞানতায় অনন্তের পথের সন্ধান বলে দেবে...এই আম্রমুকুল তখন ঝরে কোথায় যাবে, ঐ ঝিঝিপোকা কোথায় লোপ পাবে, ঐ (দুষ্পাঠ্য) সন্ধান মিলবে, তোমার নিজের শরীরের হাড় হয়ত প্রস্তরীভূত হয়ে কোন অন্ধকার খনি গর্ভে চুনাপাথর হয়ে থাকবে...কিন্তু তোমার আত্মার যে স্পর্শে আজকার জ্যোৎস্না শুভ্র হোল, যুগে যুগে যখনই বসন্তের দিনে জ্যোৎস্না উঠবে, তোমার নিঃশব্দ সঙ্গীত তার মধ্যে দিয়ে অনন্তকাল ধরে বাজতে থাকবে...সকলেই কেঁদে বলবে—একজন এসেছিল, একজন এসেছিল, এত হাজার বছর আগে একজন এসেছিল আমাদের বন্ধু...দশহাজার বছর পরে কোনোদিন যখন এমন জ্যোৎস্না আবার উঠবে, তুমি সেদিন আর থাকবে না, কিন্তু আত্মার শুভ্র স্পর্শ অলক্ষিতে সে সুদুর ভবিষ্যতের জ্যোৎস্নায় আপনা-আপনি মিলে থাকবে...তখনকার দিনের লোকেরা কৃতজ্ঞতার চোখের জল ফেলে বলবে—হ্যাঁ, এসেছিল, এসেছিল, একজন আমাদের বন্ধু এসেছিল দশহাজার বছর আগে....

জগতে suffering কে বরণ করতে কজন শেখে? জীবনের মধ্যে সেই বড়, যে দুঃখকে অনুভব করেছে, যার দীর্ণ মনের গোপন কোণে ব্যর্থতার, দীনতার, অপমানের হৃদয়বেদনার নিভৃত, পবিত্র আশ্রম, বাইরের জগতের ইতর কল্লোল, উচ্ছৃঙ্খল আমোদের ডুগি-তবলার আওয়াজ সেখানে পৌঁছতে পারে না—মনের যে কোণটি সবসময় শান্ত ছায়াভরা সায়াহ্নের মত পবিত্র, নম্র, স্নিগ্ধ, যেখানে শুভ্র আলপনা আঁকা মাটির ঘরে, তুলসী-বনকুঞ্জে, ধূপ-ধুনা গুগগুলে সৌরভামোদিত নিভৃত দেবায়তন....জীবনের সবচেয়ে বড় দান এই দুঃখ, মাথা পেতে কৃতজ্ঞ মনে একে বরণ করে যেন নিতে পারি, ভয়ে অজ্ঞানতায় আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুকে যেন দূরে রেখে চলতে চাইনে।

জীবনে যারা দুঃখ দারিদ্র অভাব কাকে বলে জানেনি, বিলাসে ঐশ্বর্যে তরল আমোদে প্রাচুর্যে যাদের দিন কাটচে, তারা হতভাগা... উদাস অস্ত-বেলার গ্রাম্য নদীতীরের অশ্রুসিক্ত করুণ শ্মশান তারা দেখলে না, কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার সঙ্গে চির-অপরিচিত রয়ে গেল, তামসঘন প্রলয়নিশায় জীবন মহাসমুদ্রের মহাগম্ভীর তরঙ্গ-কল্লোল শুনলে না, আত্মা তাদের চিরদিন জীবনের ফুল-সাজানো আয়না বসানো বৈঠকখানায় কিংখাবের গদি-তাকিয়ার মধ্যে বালাখানার অমূরী তামাকের ঝোয়ার জালে বন্দী হয়ে রইল...

এই ফুল ফল জ্যোৎস্না, শিশুর হাসিমুখ—এই অনন্ত শূন্য, গাণিতিক কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল প্রজ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড, এই হাসিকান্না, স্নেহ-করুণা, প্রীতি, ভয়, বিস্ময়, আনন্দের খনিস্বরূপ এই বিরাট সৃষ্টি—অত্যন্ত বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে.... এ এমনি হয়নি—এর পেছনে অনেক লোকের চোখের জল, কত মায়ের নীরব হৃদয়-ব্যথা, কত প্রণয়ীর রক্ত-বেদনা, কত অসহায়, অবোধ জীবের মৌন যন্ত্রণার কাহিনী চোখের জলে লিখা আছে... জীবনের আনন্দে যখন তোমার মন উল্লাসে নেচে উঠবে, লোম শিউরে উঠচে তখন বুঝো সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে কত মূক, মৌন বেদনার নিঃশব্দ ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে। জড়শক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তা অন্ধ, হৃদয়হীন.... তাদের ভিন্ন জগৎ চলবে না, অথচ তাদের নিয়ে কারবার করতে গেলে বিপদও অনেক। কিন্তু লাভটাও এত বেশি যে বিপদটাকে মেনে নিয়েই তাতে রাজি হতে হয়েচে...

শিশুপুত্রের হাসিমুখ দেখে যদি আনন্দ পাও, তবে মনে ভেবো তোমাকে সে আনন্দটুকু দেবার জন্যে স্রষ্টাকে অনেক নীরব মর্মব্যথা সহ্য করতে হয়েছে.... বসন্ত-সায়াহ্নে অলস ফুলের সুবাস, পাখির ডাক, আকাশের মেঘহীন নীল রঙটুকুর পেছনে গম্ভীর, করুণ, অশ্রুভরা বিয়োগবেদনা লুকানো আছে—সৃষ্টির আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে অনেককে নিরানন্দ করতে হয়েছে... উপায় নাই... বলি আবশ্যক... যূপহতদের আর্তনাদ ভগবানের বুকে অনন্তকাল ধরে রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে.... সকলে তাদের ভুলে যাক, তিনি ভুলবেন না....কিন্তু তাকে নির্মম হতে হয়েছে... অল্পের কাছে নির্মম হতে হয়েছে যাতে অনেকের কাছে তিনি করুণাময় হতে পারেন....

মায়ের স্নেহ, প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দগুঞ্জন, তুষারমৌলি মহিমাময় পর্বতচূড়া, ফুলভরা কুঞ্জবিতান—এসব খুব সুন্দর.... কিন্তু এদের আড়ালে আবডালে পথের এ-বাঁকে ও-বাঁকে মহারুদ্রের প্রলয়-ত্রিশূল প্রচ্ছন্ন আছে, কখন কোন সময় বিদ্ধ করবে কেউ জানে না....

জড়শক্তিকে বলির রক্ত না দিয়ে তার বর পাওয়া যাবে না.... ভগবানেরই সৃষ্টি বটে, তিনি এদের প্রতিসংহার করতে পারেন—তাও হয়—কিন্তু তাহলে সবটাই শূন্য হয়ে থাকবে.... সব মিলে বিরাট অনন্ত শুন্য.... কাঁদবার কাঁদাবার কেউ থাকবে না... সব গোলমাল মিটে যাবে....

হঠাৎ সে দেখল সে এ জগতের চিরদিনের কেউ নয়.... উপর আকাশে একটা নক্ষত্র জ্বলচে.... তার মনটা এক মুহূর্তে সাঁজালের ঘুটের ধোঁয়া ভরা গোয়ালঘরের কোণ থেকে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের দেশে উড়ে গেল.... ঐ অনন্ত নক্ষত্র ভরা দেশে গ্রহ, তারা, উল্কা, ধূমকেতুর মাঝ দিয়ে তার দূর-বিসর্পিত ভবিষ্যতে গতিপথ.... ঐ পথ দিয়ে তাকে যেতে হবে। অনন্তের দিকে.... এই ছায়া, সন্ধ্যা, পাখির গান, আম্রমুকুলের গন্ধে ভারাক্রান্ত দখিন বাতাস, সুমুখ জ্যোৎস্নারাত, দূরদূরের গ্রহ তারা, কত দেশ, মরুভূমির বুকে আবু-সিম্বেলের মন্দির, আগ্রার বিগত দিনের ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য.... এ সবের মাঝখান বেয়ে তার পথ, কত রাজৈশ্বর্য পথের দুধারে গড়াগড়ি যাচ্চে... দেবতার ব্যথায় অনেকদিন পরে কোন অর্ধপ্রোথিত জঙ্গলেভরা বাড়িতে কতদিন পূর্বে এক শিশু মারা গিয়েছিল.... এখন বিস্মৃত দিনের গর্ভে....

স্মৃতির রেখা' গ্রন্থের বর্জিত অংশের দ্বিতীয় পর্যায়ের পাণ্ডুলিপি চিত্র—